সুরভিত জীবন

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

বই	**সুরভিত জীবন**
লেখক	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀
ভাষান্তর	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ ও অন্যান্য
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

সুরভিত জীবন

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া رحمه الله

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

তুমি এবং তোমাদেরকে।
আকাশের ওপারে ভালো থেকো।

—অনুবাদক

ইয়া রাব্বি,
গায়ের জামাটা জীর্ণ হয়ে যাক
ঈমান যেন জীর্ণ না হয়।
শরীর পচে-গলে যাক
তবুও যেন হৃদয় থেকে উত্তম
আখলাকের সুরভি ঝরতে থাকে।

প্রকাশকের কথা

উত্তম চরিত্র ও আচরণের গুরুত্ব আমাদের সবার-ই জানা। সুন্দর আচার-ব্যবহার এবং উত্তম চরিত্র দূরকে টেনে আনে কাছে। কাছের মানুষ হয়ে উঠে আরও ঘনিষ্ঠ। হৃদয়ের বন্ধনে ছড়িয়ে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস। আরও সুদৃঢ় করে ভালোবাসার প্রাচীর। সুন্দর আচরণ এবং উত্তম গুণাবলি মানুষকে নিয়ে যায় বহু মানুষের উর্ধ্বে।

উত্তম আচরণ এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রাব্বে কারিমের কাছে অনেক প্রিয়। এ ধরনের বান্দাদের উপর রাব্বে কারিমের পক্ষ থেকে ঝরে পড়ে রহমতের শিশির। উত্তম চরিত্র এবং আচরণের মাধ্যমে বান্দা মর্যাদার সোপানগুলো পেরিয়ে পৌঁছে যাবে জান্নাতের দোরগোড়ায়। তাই—পচে যাওয়া এই দুর্গন্ধযুক্ত অন্তরটাকে একটু সুরভিত করুন ঈমান ও তাকওয়ার ফুলে, হৃদয়ের অন্ধকার গলিটাকে আলোকিত করুন উত্তম এবং সুন্দর আচরণের নুর দিয়ে...তাহলে রাব্বে কারিম আপনার ওপারের জীবনটাকেও সুরভিত করে দেবেন জান্নাতের ছোঁয়ায়। *সুরভিত জীবন* গ্রন্থটি সে পথেই নিয়ে যাবে আপনাকে...।

বইটি অনুবাদ করেছেন মুহতারাম সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এর আগেও তার অনুবাদে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ বাজারে এসেছে। বেশ পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। এটিও আশা করি পাঠকের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক, সালাফদের এসব গ্রন্থ প্রকাশ করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ—নির্ভুল করে প্রকাশ করা তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেই জায়গা থেকে নির্ভুল ও সুন্দর করতে কোনোরূপ চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তথাপি যদি কোনো ভুল বা অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

হামদ ও সালাতের পর। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য—মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত-বন্দেগি শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদন করা এবং সেই সাথে উত্তম আচার-ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা নামাজ-রোজা প্রভৃতি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বের নজরে দেখলেও উত্তম চরিত্র ও আচার ব্যবহারকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল হিসেবে দেখি না।

সময় পেলে আমরা একটু নফল ইবাদতের চেষ্টা করলেও উত্তম আচার-ব্যবহার অর্জনের চেষ্টায় তেমন তৎপর নই। দুর্ব্যবহার ও অশালীন আচরণ দূর করে ভদ্রতা-নম্রতা অর্জনের চেষ্টা করি না। অথচ আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করতে উত্তম আচরণ খুবই প্রয়োজন। আর উত্তম আচরণ শেখানোর জন্য আমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয়নবিকে প্রেরণ করেছেন।

আচরণের সৌন্দর্যের বিষয়টি কেবল আমাদের পার্থিব জীবনকেই স্পর্শ করছে—তা কিন্তু নয়। উত্তম আচরণ পার্থিব জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে জড়িয়ে আছে পারলৌকিক জগতের সাথেও। উত্তম আচরণে পাওয়া যায় অনেক সওয়াব।

ঈমানের সাথে উত্তম আচরণে আছে অসংখ্য পুরস্কারের ঘোষণা। জান্নাতের মতো মহা-প্রাপ্তির ফরমান। উত্তম চরিত্রের আদর্শ এবং উন্নত গুণাবলির উৎস-মানব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন উত্তম চরিত্রের সুরভিত উৎস। সৌরভ ছড়ায় হৃদয় থেকে হৃদয়ে। সুবাস ছড়ায় পৃথিবীজুড়ে মানব থেকে মানবে।

নির্বাসিত মানবতার এই পৃথিবীতে উন্নত চরিত্র এবং উত্তম গুণাবলির বিকাশ ইসলামের অনন্য দান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে'।[১]

আজকের 'উন্নত বিশ্ব'ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষায় ইসলামের কাছে চিরঋণী, যা স্বীকার করেছেন ইউরোপের বহু মনীষী। বাধ্য হয়েছেন তারা স্বীকার করতে। এর বহু পার্থিব সুফলও তারা পাচ্ছেন।

এই উত্তম আখলাকের গুণ যার মধ্যে যত বেশি তার ঈমান ততবেশি পূর্ণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, 'মুমিনদের ঈমানের দিক থেকে সে সবচেয়ে পূর্ণ, যার আখলাক সবচেয়ে উন্নত।'[২]

এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ২৮১ হিজরি) রচনা করেছেন—*মুদারাতুন নাস* ও *মাকারিমুল আখলাক* নামক দুটি পুস্তিকা। এগুলোর ভাষান্তরিত রূপ-ই *সুরভিত জীবন*।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি—

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনায় কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজেই পাঠকের বোধগম্য হয়। আবার অনেকগুলো বর্ণনাকে কেন্দ্র

[১] মুসনাদু আহমাদ : ৮৯৫২।
[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৮২। সনদ : সহিহ।

করে মূল একটি শিরোনাম দিয়েছি, এই শিরোনামের সবগুলো বর্ণনা একই আলোচনার উপর নাও হতে পারে। এটা দেওয়ার কারণ হলো, যাতে বইটি পাঠসুখ্য হয়।

২.অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে—পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

৩. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ!

—সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
২০-০৯-২০২০ খ্রি.

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পর দাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আজাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবি ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরিদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহুর শাগরিদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরিদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রহিমাহুল্লাহুমসহ আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো :

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ। ২. আল ইখওয়ান। ৩. ইসলাহুল মাল। ৪. আল আহওয়াল। ৫. আল আওলিয়া। ৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল। ৭. আত তাওবা ৮. আত তাওয়াযু। ৯. আত তাওয়াক্কুল। ১০. আল হিলমু। ১১. যাম্মুল গিবাহ। ১২. যাম্মুদ দুনিয়া। ১৩. আশ শোকর। ১৪. আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ। ১৫. আয যুহুদ। ১৬. আস সামত ও হিফযুল লিসান। ১৭. আল ইখলাস।

এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূ চি প ত্র

যে আচরণ জীবনকে করে সুরভিত-২৩

মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ ২৩
কোমল আচরণ সাদকার সমতুল্য ২৪
নবিজিকে কোমল আচরণের জন্য আদেশ করা হয়েছে ২৪
তিনিটি জিনিস সুখের কারণ ২৪
প্রকৃত সহনশীল ২৫
মুমিন এবং মূর্খদের সঙ্গে তোমার আচরণ যেমন হবে ২৫
পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে লোকদের অপদস্থতার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ২৫
ইজ্জত-সম্মানের সাদকা কবুল হওয়ার ঘটনা ২৬
কোমল আচরণকারীর প্রতিদান ২৭
অশালীন ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ২৯
কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট স্থান হবে যার ৩০
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার প্রতিদান ৩০
সালাফদের আচরণ ৩১
প্রকৃত সহনশীল ৩১
মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করে চলাফেরা করবে ৩১
মুমিনকে কষ্ট দিয়ো না এবং মূর্খের প্রতিবেশী হয়ো না ৩১
দুটি নাসিহা ৩২

যেমন ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ৩২
প্রকৃত মুমিন ৩২
প্রকৃত আলিম হতে হলে এই গুণ থাকতে হবে ৩৩
তুমি মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করবে ৩৪

আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে-৩৫
মানুষকে ভালোবাসো প্রাণ খুলে

মানুষকে ভালোবাসা ৩৫
নিজের জন্য যা ভালোবাসবে মানুষের জন্যও তা-ই ভালোবাসবে ৩৫
আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে ৩৬
পুত্রদের প্রতি পিতার নাসিহা ৩৭
মানবিকতা হলো তিনটি জিনিসের নাম ৩৭
কিছু নাসিহা ৩৭
কোমল আচরণ করাও সাদকার সমতুল্য ৩৮
তোমার ভাইকে ওজর মনে করবে ৩৮
সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ৩৮
মুক্তার চেয়েও দামি কিছু কথা ৩৯
দাউদ আ.-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ৩৯
মানুষকে ভালোবাসা, জ্ঞানের অর্ধেক ৪০
তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে যেমন হবে তোমার আচরণ ৪০
চারটি কাজ করণীয় এবং তিনটি কাজ বর্জনীয় ৪০
নবিজির আচরণ ৪১
সাহাবির আচরণ ৪১
অপরাধীর প্রতি সালাফদের আচরণ ৪২
নিজের দিকে নিজে ৪২
অন্যকে যে চোখে দেখবে ৪৩

মুচকি হাসি—জয় করে মানুষের মনের রাজ্য-৪৪

সম্পদ দিয়ে জয় করা যায় না মানুষের মন ৪৪
মুচকি হাসা সাদকা ৪৪
আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতেন ৪৫
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিকতাও করতেন ৪৫
তিনি মুচকি হাসতেন ৪৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ৪৬

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন ৪৭
দুই নবির হাসিমুখ ৪৭
আল্লাহ তাআলার দুজন প্রিয় ব্যক্তি ৪৭
সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমরাও হাসতেন এবং রসিকতা করতেন ৪৮
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতেন ৪৮
সাহাবিদের হাসি ৪৮
সালাফদের হাসি ও রসিকতা ৪৯
সালাফদের হাসি, কান্না ৪৯

উত্তম চরিত্র : জীবনকে সুগন্ধিময় করে-৫০

উত্তম চরিত্র ৫০
যে আমলের কারণে মানুষেরা বেশি জান্নাত-জাহান্নামে যাবে ৫১
উত্তম মুমিন কে ৫১
উত্তম আচরণ আমলনামাকে ভারী করে দেবে ৫২
পরিপূর্ণ ঈমানদার ৫২
উত্তম আচরণকারী ব্যক্তি সিয়াম ও সালাত আদায়কারী থেকেও উত্তম ৫২
কিয়ামতের দিন উত্তম আচরণকারী আবেদ থেকেও উঁচু স্তরে থাকবে ৫২
উত্তম চরিত্রবান মুজাহিদের সমতুল্য সওয়াব পাবে ৫৩
উত্তম চরিত্র পাপরাশিকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয় ৫৩
তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি ৫৩
পাপ এবং পুণ্য ৫৩
আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন ৫৪
উত্তম স্বভাবের নিদর্শন ৫৪

মন্দ স্বভাব : জীবনকে কলুষিত করে-৫৫

মন্দ চরিত্র এবং কৃপণতা মুমিনের মাঝে একত্রিত হতে পারে না ৫৫
মন্দ স্বভাব দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ৫৬
মন্দ স্বভাব ঈমানকে নষ্ট করে দেয় ৫৬
মন্দ স্বভার মহান রবের কাছে বড় পাপ ৫৬
মন্দ স্বভাবের অনেক ক্ষতি হয় ৫৭

প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোমল আচরণ-৫৮ জীবনকে সুশোভিত করে

কোমল প্রতিবেশীর ওপর জাহান্নাম হারাম ৫৮
ভালো কথা সাদকা ৫৮

ভালো কথার প্রতিদান ৫৯
জান্নাতে যাওয়ার আমল ৫৯
মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলাও সাদকা ৫৯
তোমরা সাদকার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো ৫৯
অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন হবে তোমার আচরণ ৬০
একজন অমুসলিমের হাঁচির জবাব ৬১
তিনটি গুণ ৬১
নেকি অর্জন করা সহজ ৬১
ভালো কথা হিংসাকে দূর করে দেয় ৬১
মানুষের আচরণে কষ্ট পেলে যা করতে হবে ৬২
কবুল হজ ৬২

মন্দ ধারণা না করা—জীবনকে সুবাসিত করে-৬৩

মন্দ ধারণা না করা ৬৩
মানুষকে অপবাদ দেওয়া ৬৩
অন্যের কী আছে, সেদিকে তাকিয়ো না ৬৪

ফিতনার দিনে নির্জনবাস : জীবনকে রাখে কলুষমুক্ত-৬৫

মানুষের ব্যাপারে সতর্ক থেকো ৬৫
মানুষের অবস্থা পাল্টে গেছে ৬৫
কোনো এক লোকালয়ে চলে যেতাম ৬৬
ফিতনার ভয়ে তাউস রাহিমাহুল্লাহ বাহিরে কম বের হতেন ৬৬
দাউদ, আপনি আল্লাহকে ছাড়া কাকে ভয় পান? ৬৭
ফিতনার দিনে নির্জনবাস ৬৭

মন্দ এবং অসৎ লোকের থেকে দূরে থাকা-৬৯

মন্দ স্বভাবের লোকের থেকে দূরে থেকো ৬৯
মান-সম্মানের ভয়ে কাউকে কিছু দেওয়া ৬৯
লোকমান আলাইহিস সালামের নাসিহা ৭০

মুখের ওপর লাগাম-৭১

অন্যের সমালোচনা করা ৭১
নিজেকে ভালো মনে না করা ৭১

সমঝোতা করে দেওয়া-৭৩

সমঝোতা করে দেওয়া অনেক সওয়াব ৭৩

পরিবারের সঙ্গে ভালো আচরণ-৭৫

বাসা/বাড়িতে নবিজি ৭৫
নিশি রাত্রির মুগ্ধময় চিত্র ৭৬
নবিজি একজন শ্রেষ্ঠ স্বামী ছিলেন ৭৮
নবিজির স্ত্রীগণের মাঝে রসিকতা ৭৮
নবিজি এবং আয়িশা ৭৯
যেসব খেলাধুলা হালাল ৭৯
সমঝোতাকারী প্রকৃত মিথ্যাবাদী নয় ৮০
নারী সৃষ্টির রহস্য ৮০
নারী জাতি হলো পাঁজরের হাড়ের মতো ৮১
স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার ৮১
নবিজি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী ৮১
স্ত্রীদের প্রতি কোমল আচরণ করার নির্দেশ ৮১
নারীদের সঙ্গে নরম আচরণ করো ৮২

স্বামী-স্ত্রীদের মাঝে উত্তম আচরণ-৮৩

নারীরাও পুরুষের মতো সাওয়াব পাবে যদি তারা স্বামীদের অনুগত হয় ৮৩
তোমার স্বামী-ই জান্নাত এবং জাহান্নাম ৮৪
স্বামী-স্ত্রীর হক ৮৪
জান্নাতি নারী ৮৫

পরিশিষ্ট-৮৭

উত্তম চরিত্র-৮৯

আল্লাহ তাআলার নিকট যারা সবচেয়ে বেশি সম্মানী ৮৯
আল্লাহ তাআলা উঁচু চরিত্রকে ভালোবাসেন ৯০
আল্লাহর প্রিয় যারা ৯০
উত্তম আখলাকের জন্য নবিজি দুআ করতেন ৯০
আল্লাহ তাআলা উত্তম আখলাককে ভালোবাসেন ৯১
মুমিন এবং ফাসিকের চরিত্রের মাঝে পার্থক্য ৯১
উত্তম চরিত্র জান্নাতিদের গুণ ৯১
উত্তম আচরণের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন নবিজি ৯১

এপার-ওপারে উত্তম ব্যক্তি-৯৩

জান্নাতিদের আমাল ৯৩
রিফআ ৯৪
মূর্খদের এড়িয়ে চলার ব্যাখ্যা ৯৪
সবচেয়ে উত্তম আখলাকের অধিকারী ৯৫

উত্তম চরিত্রের শাখা-৯৬

যে গুণ জান্নাতে নিয়ে যাবে ৯৬
উত্তম চরিত্র রবকে ভালোবাসার গুণ ৯৭
আরবদের অভ্যাসগুলো ৯৭
উত্তম আচরণগুলো ৯৭
শেষ বিদায়ের আগে সালাফদের অসিয়ত ৯৮
বাদশাহের নাসিহা ৯৮
লজ্জা এবং উত্তম চরিত্র দ্বীনের স্তম্ভ ৯৮
কবিতার সুরে সুরে.. ৯৮
কোন ঈমান উত্তম? ৯৯

লজ্জা : জীবনকে সুন্দর করে তোলে-১০০

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ১০০
বেহায়াপনা নিফাকের শাখা ১০১
লজ্জা সমস্ত কল্যাণের মূল ১০১
লজ্জা প্রতিটি জিনিসকে সৌন্দর্য করে তোলে ১০১
নবিজি কাউকে সরাসরি লজ্জা দিতেন না ১০২

লজ্জা : নবুয়তের আঁচল-১০৩

নবিজির লজ্জা ১০৩
লজ্জা হারিয়ে ফেললে যা ইচ্ছা তা-ই করবে ১০৩
নির্লজ্জতা কুফরি ১০৪
রব লজ্জাশীল এবং ক্ষমাকারীকে পছন্দ করেন ১০৪
লজ্জার হক ১০৫
নির্লজ্জরা সম্মানহীন হয়ে থাকে ১০৫
লজ্জা হলো ঈমানের পোশাক ১০৫
লজ্জাতে রয়েছে প্রশান্তি ১০৬

যার লজ্জা নেই, তার জান্নাত নেই ১০৬
লজ্জা থাকে না যার আত্মমর্যাদা থাকে না তার ১০৭
যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই ১০৭
তিনটি বদঅভ্যাস ১০৮
লজ্জা নেই যার সে ধ্বংসের দিকে পা বাড়ায় ১০৮

সত্য কথা : জীবনকে আলোকিত করে-১০৯

সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করা ১০৯
জান্নাতের গ্যারান্টি ১১০
পাক্কা মুনাফিক ১১০
মুনাফিক চিনবেন যেভাবে ১১০
মিথ্যা ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয় ১১১
সালাফদের সত্যবাদিতা ১১১
সত্য কথাতেই মুক্তি মিলবে ১১২
মুমিন কখনো মিথ্যা বলতে পারে না ১১২
সত্য বিভিন্ন প্রকার মুসিবত থেকে দূরে রাখে ১১২
মিথ্যা কথায় ফেরেস্তারা দূরে চলে যায় ১১৩
মুমিন কখনো মিথ্যা বলতে পারে না ১১৩

আত্মীয়তার বন্ধন : পরকালের পথকে সুগম করে-১১৫

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আল্লাহও বন্ধন ঠিক রাখেন ১১৫
আত্মীয়তার বন্ধন রহমানের ডাল ১১৬
আত্মীয়তার বন্ধন পানি দ্বারা ভিজিয়ে রাখো ১১৬
নবিজির দুধ-মা ১১৬
স্বাগত হে আম্মি ১১৭
আব্বু-আম্মুর দিকে রহমতের দৃষ্টি ১১৭
আম্মুদের সঙ্গে সাহাবাদের আচরণ ১১৮
হারিছা ইবনু নুমান : জান্নাতের ঝিলমিল তারকা ১১৮
সালাফদের আচরণ ১১৮
এক ছেলের আচরণ ১১৯
আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে ১২০
মাকে কাঁধে নিয়ে বহনকারী এক ছেলে ১২১

আমানত রক্ষা : জীবনকে পুণ্যময় করে- ১২২

প্রথমে আমানত চলে যাবে ১২২

মূল্যবান একটি হাদিস ১২২
আমানত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ফিতনাগুলো আসতে থাকবে ১২৩
আমানত রক্ষাকারী পরিপূর্ণ ঈমানদার ১২৩
ঋণ নিয়ে ওয়াদা ঠিক না রাখা ১২৪
শেষ জামানায় মুমিনদের অবস্থা ১২৪
যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই ১২৪

বন্ধু-বান্ধব, সাথি-সঙ্গীদের সঙ্গে ভালো আচরণ-১২৬
উত্তম সাথি-সঙ্গী ১২৬
সাথির প্রতি সালাফদের আচরণ ১২৬
তিনটি কাজ ভালোবাসার বন্ধনকে অটুট করে ১২৭

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার ওপারে সুখের সংবাদ প্রদান করে-১২৮
প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার ১২৮
প্রতিবেশীর সঙ্গে সাহাবাদের আচরণ ১২৮
প্রতিবেশীর সম্মান ১২৯
খারাপ প্রতিবেশী পরীক্ষাস্বরূপ ১২৯
রাব্বে কারিমের কাছে উত্তম ব্যক্তি ১২৯
প্রতিবেশীর সঙ্গে মন্দ আচরণকারী ব্যক্তি ১৩০
আমার প্রতিবেশীর কুকুরকেও কষ্ট দেবো না ১৩০
কোন প্রতিবেশী হাদিয়া পাওয়ার অধিক উপযুক্ত ১৩০
প্রতিবেশীর সন্তানদের সঙ্গে আচরণ ১৩০
একজন জান্নাতি ব্যক্তির গল্প ১৩১
প্রকৃত মুমিন সে নয় ১৩১
খারাপ প্রতিবেশী ১৩২
শেষ জামানায় ফিতনা আসতে থাকবে ১৩২
একজন সালাফের আফসোস ১৩২

পরস্পর হাদিয়া-তোহফা প্রদান জান্নাতের পথকে মজবুত করে-১৩৩
নবিজি হাদিয়া প্রদান করতেন ১৩৩
হাদিয়া হলো আল্লাহ তাআলার থেকে রিজিক ১৩৩

পরস্পর হাদিয়া দিয়ো ১৩৪
হাদিয়া মনের বিদ্বেষ দূর করে ১৩৪

দান-সাদকা প্রদানের মাধ্যমে জান্নাত অর্জিত হয়-১৩৬

নবিজির দান ১৩৬
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার হার ১৩৭
নবিজি রামাদান মাসে বেশি দান করতেন ১৩৭
যেমন ছিলেন প্রিয় নবিজি ১৩৮
নবিজি ছিলেন অনেক সাহসী ১৩৯
তিনি তো তিনি-ই ১৪০

যে আচরণ জীবনকে করে সুরভিত

মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ

[১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اَلْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ.

> যে মুসলমান মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে, সে ওই মুসলিমের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে না এবং তাদের দেওয়া জ্বালা-যন্ত্রণাও সহ্য করে না।[১]

[২] সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান রাব্বে কারিমের প্রতি ঈমানের পরে জ্ঞানের মূল বিষয় হলো, মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ করা। আর দুনিয়াতে কল্যাণকামী ব্যক্তি আখিরাতেও কল্যাণকামী হিসেবে সাব্যস্ত হবে'।[২]

---

[১] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২০৩৫। সনদ: সহিহ।

[২] *শুআবুল ঈমান*, ইমাম বাইহাকি, ৮৪৪৬। সনদ: যইফ। হাদিস: মুরসাল।

কোমল আচরণ সাদকার সমতুল্য

[৩] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ

মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ করা সাদকা। অর্থাৎ সাদকা করার মাধ্যমে যে পরিমাণ সওয়াব হবে, মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ করলেও সেই একই পরিমাণ সওয়াব হবে।[৩]

নবিজিকে কোমল আচরণের জন্য আদেশ করা হয়েছে

[৪] যাইদ ইবনু রুফাই রাহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أُمِرْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أُمِرْتُ بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.

যেমনিভাবে আমি ফরজ সালাত আদায় করতে আদিষ্ট হয়েছি, ঠিক তেমনি আমি মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেও আদিষ্ট হয়েছি।[৪]

তিনটি জিনিস সুখের কারণ

[৫] নাযযাল ইবনু সাবরা রাহিমাহুল্লাহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, তার শরীর অনেক সুখে থাকবে। ১. ইলম: যার মাধ্যমে মূর্খদের মূর্খতা দূর করতে পারবে। ২. জ্ঞান: যার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ করতে পারবে। ৩. তাকওয়া ও খোদাভীতি: যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।[৫]

---

[৩] *শুআবুল ঈমান*, ইমাম বাইহাকি, ৮৪৪৫। সনদ: যইফ। তবে হাদিসটি বিভিন্ন কিতাবে সহিহ বর্ণনায় এসেছে।

[৪] হাদিস মুরসাল, যইফ। মাতরুক। তবে হাদিসটি আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে মানুষের সাথে কোমল ও নরম আচরণ করার আদেশ করেছেন, যেভাবে তিনি আমাকে ফরজ বিধান কায়েম করার আদেশ করেছেন'।" *আল আখবার*: ৬৩৩। আল্লামা আজলুনি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এই হাদিসের সনদও যইফ। [*কাশফুল খফা*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২২]

[৫] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*:১০/২৯৫। সনদ, মুরসাল। তবে আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সনদে বর্ণিত হয়েছে। আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার মধ্যে তিনটি গুণের একটি গুণও নেই, সে আমার দলের (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রকৃত সহনশীল

[৬] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রকৃত ধৈর্যধারণকারী এবং সহনশীল ওই ব্যক্তি নয়, যে মানুষদের থেকে সহনশীলতা পেলে সহনশীলতা দেখায়। এবং মানুষদের থেকে খারাপ ব্যবহার পেলে, সেও খারাপ ব্যবহার করে। বরং প্রকৃত সহনশীল হলো ওই ব্যক্তি, যে লোকদের থেকে খারাপ আচরণ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে কোমল ও নরম আচরণ করে।

মুমিন এবং মূর্খদের সঙ্গে তোমার আচরণ যেমন হবে

[৭] রুবাই ইবনু খাইসাম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এই জগতের মানুষ দু-ধরনের হয়ে থাকে। ১. মুমিন বা বিশ্বাসী। ২. জাহিল বা মূর্খ। সুতরাং তুমি মুমিনকে কষ্ট দিয়ো না এবং মূর্খদের প্রতিবেশী হয়ো না। (কারণ, মুমিনকে কষ্ট দিলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আর মূর্খ—যাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান নেই—তাদের প্রতিবেশী হলে; হতে পারে সে তোমাকে কষ্ট দেবে।)[১]

পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে লোকদের অপদস্থতার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

[৮] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুমিন ব্যক্তি ধর্মের লাগাম নিজ গলায় পরেছে। তাই তার সব কাজ ধর্মীয় মোতাবেক হতে হবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে লোকদের অপদস্থতার স্বাদ আস্বাদন করবে। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন রকম কথা শুনে তাতে ধৈর্যধারণ করবে। মানুষের কথায় নিজেকে সহনশীল রাখতে হবে।[২]

এবং সে আল্লাহর জিম্মা/দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে।' তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই গুণগুলো কী?' জবাবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'১. সহনশীলতা ও ধৈর্য: যার মাধ্যমে মূর্খদের মূর্খতার জবাব দেয়। ২. উত্তম চরিত্র: যার মাধ্যমে মানুষের সাথে কোমল আচরণে বসবাস করে। ৩. তাকওয়া এবং খোদাভীতি: যার মাধ্যমে পাপ এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে।" [*মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৪।]

[৬] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১। *যুহদ*, ইমাম আহমাদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১১।

[৭] কেউ যদি ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে মন্দ আচরণ করে, কিংবা কটু কথা বলে, তাহলে তার সঙ্গে তর্কে কিংবা ঝগড়া-বিবাদে লেগে যাওয়া অনুচিত। বরং সহনশীলতা এবং ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও সালাফদের শিক্ষা।

কিন্তু কেউ যদি দ্বীনের ব্যাপারে কোনো মন্দ কথা বলে, তাহলে অবশ্যই তাকে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতেন। আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দের প্রতিকার মন্দের মাধ্যমে করতেন না। বরং তিনি ক্ষমা করে দিতেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিতেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যক্তিগত কোনো কারণে কারও থেকে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। তবে কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ কাজ করে (তাহলে ভিন্ন

ইজ্জত-সম্মানের সাদকা কবুল হওয়ার ঘটনা

[৯] আবু আবস ইবনু জাবের আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন[৮] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে সাদকার জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন উলবাতু ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (একা একা আল্লাহর সমীপে) বললেন, হে আল্লাহ, সাদকা করার মতো আমার কাছে তো কোনো সম্পদ নেই; তবে যদি কোনো মুসলমান আমাকে অমর্যাদা করে থাকেন (কিংবা আমাকে গালি দিয়ে থাকেন) তাহলে সেটাই সাদকা হিসেবে কবুল করুন।

এরপরে যখন সকাল হলো তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গতকাল নিজ সম্মানকে সাদকাকারী ব্যক্তি কোথায়? এ কথা শুনে উলবা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি-ই সেই ব্যক্তি। নবিজি তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন—

قَدْ قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَكَ

মহান রব তোমার সাদকা কবুল করে নিয়েছেন।[৯]

[১০] আবু আবদুল্লাহ আল মুযানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আগামীকাল সকালে আমার কাছে সাদকা নিয়ে আসবে। রাত পেরিয়ে সকাল হলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের সাদকাগুলো নিয়ে প্রিয় নবিজির কাছে উপস্থিত হলেন। তখন উলবাতু ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদকা না আনতে পেরে (দুঃখে-কষ্টে একা একা আল্লাহর সমীপে) বলতে লাগলেন—হে আমার রব, আপনি তো জানেন, আপনার প্রিয়নবি আমাদেরকে সাদকা করার আদেশ করেছেন! আমার কাছে সাদকা করার মতো কিছুই নেই। তাই আমি আমার সম্মানের মাধ্যমে সাদকা করলাম। সকাল বেলায় অন্য সাহাবাদের সঙ্গে উলবাও নবিজির দরবারে প্রবেশ করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

গতকাল ইজ্জত-সম্মান-কে সাদকাকারী ব্যক্তি কোথায়?

কথা)। যখনই কোনো নিষিদ্ধ কাজ করা হতো, তখন তিনি অনেক ক্রোধান্বিত হতেন। তাঁর থেকে আর কেউ বেশি ক্রোধান্বিত হতেন না।' [*শামায়েলে তিরমিযি*, হাদিস নং ৩৩৪।]

সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহু বলেন, "একবার উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে একজন লোক অসম্মান করল। কিন্তু উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহু ওই লোকটাকে কিছু বললেন না। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ওই লোকটাকে কিছু বলছেন না কেন?' তখন তিনি বললেন, 'মুমিন ব্যক্তি তো মুখে লাগাম পরিহিত অবস্থায় আছে'।" [*তবাকাতে ইবনু সাদ* খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৪।]

[৮] এ ঘটনা ঘটেছিল তাবুক যুদ্ধের সময়।

[৯] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১১৪। ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সনদ যইফ।

তখন (ভয়ে) কেউ কোনো কথা বলল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গতকাল ইজ্জত ও সম্মানের সাদকাকারী ব্যক্তি কোথায়?)—এ কথাটি তিনবার বললেন। তখন উলবা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ওপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক। গতকাল আমি আপনার আদেশ শুনেছি, কিন্তু আমার কাছে সাদকা করার মতো কোনো সম্পদ ছিল না। তাই আমি কিছুই সাদকা করতে পারিনি। উলবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

> হ্যাঁ, তুমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে সাদকা করেছ। আল্লাহ তাআলা তোমার সাদকা কবুল করেছেন। হ্যাঁ, তুমি তো তোমার সম্মানের মাধ্যমে সাদকা করেছ। আল্লাহ তাআলা তোমার সাদকা কবুল করেছেন। হ্যাঁ, তুমি তো তোমার সম্মানের মাধ্যমে সাদকা করেছ। আল্লাহ তাআলা তোমার সাদকা কবুল করেছেন।[১০]

কোমল আচরণকারীর প্রতিদান

[১১] আমর ইবনু শুআইব রাহিমাহুল্লাহু তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> إِذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ نَاسٌ - وَهُمْ يَسِيرٌ - فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ: إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ. فَيَقُولُونَ: وَمَا فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلِمْنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ .
>
> কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, 'মর্যাদাবান ব্যক্তিরা কোথায়?' তখন একদল লোক দাঁড়াবে। তারা হবে খুব অল্প সংখ্যক। অতঃপর তারা জান্নাতের দিকে দ্রুত যেতে থাকবে, পথিমধ্যে ফেরেস্তাদের

[১০] *মাজমাউয যাওয়াইদ*, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪১১। সনদ: যইফ। কারণ, সনদে কাছির ইবনু আবদুল্লাহ যইফ।

সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলে ফেরেস্তারা জিজ্ঞেস করবে, '[কী খবর?] আমরা আপনাদেরকে জান্নাতের দিকে দ্রুত যেতে দেখতেছি। আপনারা কারা?' তখন তারা বলবে, 'আমরা হলাম 'আহলে ফদল' তথা মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।' ফেরেস্তারা বলবে, 'আচ্ছা। আপনাদের এত মর্যাদার কারণ কী? (কোন আমলের কারণে আপনারা জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট পেলেন?)' তখন তারা বলবে, 'যখন আমাদের ওপর অত্যাচার করা হতো, আমরা ধৈর্যধারণ করতাম। যখন আমাদের কাছে কাউকে বন্দী করে নিয়ে আসা হতো, তখন আমরা ক্ষমা করে দিতাম। এমনিভাবে যখন আমাদের ওপর মূর্খতাকে চাপিয়ে দেওয়া হতো, তখন আমরা সহনশীল হতাম।' তখন তাদেরকে বলা হবে, 'যাও, তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো। আমলকারীর প্রতিদান কতই না উত্তম'।[১১]

[১২] আবি সালেহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, 'হে আমার রব, আমার কাছে সাদকা করার মতো কোনো সম্পদ নেই। চলার পথে লোকেরা আমাকে বিভিন্ন রকম অসম্মানী করেছে, আজ সেগুলো আপনার জন্য সাদকা করলাম।' এরপরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ মর্মে ওহি এলো—

أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ

তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।[১২]

[১৩] ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি পাতাপল্লবিত কিছু মানুষকে পেয়েছি, যাদের মধ্যে কোনো কাঁটা ছিল না (তারা খুব ভালো এবং গাছের পাতার মতো নরম আচরণের মানুষ ছিল)। পরবর্তীকালে তারা কাঁটা বনে গেল, আর পাতা থাকেনি। যদি তুমি তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করো, তখন তারাও তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে। আর যদি তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও (তথা খারাপ আচরণ না-ও করো) তবুও তারা তোমাকে ছাড়বে না (তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে যাবে)।' লোকেরা বলল, 'তাহলে আমরা কী করব?' জবাবে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার সম্মানকে তোমার জন্য তাদের কাছে করজ হিসেবে প্রদান করো। অর্থাৎ যখন তারা তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, কিংবা তোমার ইজ্জত-আব্রুকে বিনষ্ট করে ফেলে, তাহলে এর বিনিময়ে তুমি আখিরাতে প্রতিদান পাবে'।

---

[১১] *শুআবুল ঈমান*, ইমাম বাইহাকি, হাদিস: ৮০৮৬। হাদিসের মান: গরিব। সনদ: যইফ।

[১২] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪১১। সনদ : যইফ।

অশালীন ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট

[১৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার অনুমতি চাইল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। (এবং সঙ্গে তিনি একথাও বললেন) লোকটি গোত্রের কত নিকৃষ্ট লোক!" এরপরে লোকটি যখন নবিজির কাছে এলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বললেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'লোকটি চলে যাওয়ার পরে আমি নবিজিকে বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তার সম্পর্কে ওই কথাগুলো বললেন; আবার তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বললেন যে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন—

يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

> হে আয়িশা, শোনো, কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে থাকবে ওই ব্যক্তি; যার অশালীন কথার কারণে মানুষেরা তার থেকে দূরে থাকে, কিংবা তাকে ছেড়ে দেয়।[১৩]

[১৫] আবি সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসার অনুমতি চাইল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পরিবারের সঙ্গে খারাপ আচরণকারী ভাই কতই-না নিকৃষ্ট!' লোকটি নবিজির কাছে প্রবেশের পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বললেন। আয়িশা

---

[১৩] *আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারি, হাদিস :১৩১১।

নোট: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, সে লোকটির নাম হলো: উয়াইনাহ ইবনু হাসন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সে নিফাকের অভিযোগে চিহ্নিত ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে সে প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করার ঘোষণা দেয়। তখন তাকে বন্দী করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে আসা হলে বালক যুবকরা বলাবলি করতে লাগল যে, 'এই লোক মুরতাদ হয়ে গেছে।' যুবকদের এ কথা শুনে উয়াইনাহ বলল, 'আমি তো মুসলমান ছিলাম, আবার কবে যে, মুরতাদ হয়ে যাব?' যাই হোক, পরবর্তীতে তিনি ইসলাম কবুল করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যান। এবং খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৫৪]—অনুবাদক।

রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি এ বিষয়টা সম্পর্কে রাসুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন—

يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ

হে আয়িশা, আল্লাহ তাআলা নির্লজ্জ এবং অশ্লীলতাকে ভালোবাসেন না।[১৪]

কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট স্থান হবে যার

[১৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মজলিসে বসা ছিলেন। লোকটিকে দেখে অন্যান্য সাহাবা কটু মন্তব্য করল। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে নরম এবং কোমল আচরণ করলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হবে ওই ব্যক্তির, যার মুখকে ভয় করা হয়। কিংবা যার অনিষ্টতাকে ভয় করা হয়'।[১৫]

[১৭] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি, যার অশালীনতার কারণে (লোকেরা) তার মজলিসকে ছেড়ে দেয়"।[১৬]

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার প্রতিদান

[১৮] সালেম ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'অসৎ সহচর্য থেকে দূরে থাকা নেক কাজ অন্বেষণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি অসৎ সঙ্গীদের থেকে দূরে

---

[১৪] *আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারি, হাদিস :৭৫৫।

নোট: উয়াইনাহ ইবনু হাসান নবিজির দরবারে আসার পূর্বে নবিজির মন্তব্য দ্বারা বুঝে আসে যে, প্রকাশ্য কোনো ফাসিক বা বিদআতির অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তার ব্যাপারে সতর্কতামূলক কোনো কিছু বলা জায়েজ আছে। কেননা, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সচেতন করে দিলেন, যাতে তার সঙ্গে নম্র আচরণ করতে দেখে তিনি যেন লোকটিকে শরিফ এবং মহৎ না ভাবেন। আর বিনয় নম্রতা ও কোমল আচরণ যেহেতু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আখলাকের প্রতীক, এ জন্য তিনি নম্র ব্যবহার কখনো ছাড়েননি। বরং লোক যতই খারাপ হোক তার সঙ্গে কোমল আচরণ করে ইসলাম ও নববি তরিকার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। [*শরহে নববি*, খণ্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ১৪৪]—অনুবাদক।

[১৫] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৭। সনদ: যইফ।

[১৬] *কানযুল উম্মাল*, হাদিস: ৪৩৭২১।

থাকবে, আল্লাহ তাআলা সওয়াব অন্বেষণকারীর কাতারে গণ্য করে সওয়াব দান করবেন।'

সালাফদের আচরণ

[১৯] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা অনেক লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করি। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমাদের হৃদয় তাদের জন্য লানত করে। অন্তরাত্মা তাদের জন্য বদ-দুআ করে। (কারণ, এদের আচরণ ভালো না। এরা মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। এরাই হলো উম্মাতের ভাইরাস ব্যক্তি।)'[১৭]

প্রকৃত সহনশীল

[২০] মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'প্রকৃত সহনশীল ওই ব্যক্তি নয়, যে মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণের বিনিময়ে ভালো আচরণ করে। বরং প্রকৃত সহনশীল হলো ওই ব্যক্তি, যে মানুষের খারাপ আচরণ সহ্য করে সহনশীলতা দেখায় এবং কোমল আচরণ করে।'[১৮]

মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করে চলাফেরা করবে

[২১] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণের মাধ্যমে চলাফেরা করবে। কিন্তু তাদের কাজকর্মকে ছেড়ে দেবে। অর্থাৎ তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে ঠিকই কিন্তু তাদের কাজকর্মকে আদর্শ বানাবে না।'[১৯]

মুমিনকে কষ্ট দিয়ো না এবং মূর্খের প্রতিবেশী হয়ো না

[২২] রুবাই ইবনু খাইসাম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'এই জগতের মানুষ দু-ধরনের হয়ে থাকে। **এক.** মুমিন বা বিশ্বাসী। **দুই.** জাহিল বা মূর্খ। সুতরাং তুমি মুমিনকে কষ্ট দিয়ো না

---

[১৭] *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৮১০৩। *হিলয়িয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২২।

[১৮] *হিলয়িয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৭৫।

[১৯] *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, হাদিস নং ২০১৫২।
উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, 'তুমি অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকবে, তোমার শত্রুদের থেকে দূরে থাকবে। নেককার এবং আমানতদার লোককে বন্ধু বানাবে। কারণ, সে তোমার বিষয় লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেবে না। পাপীদের সঙ্গ থেকে অনেক দূরে থাকবে, কেননা তার সঙ্গ তোমাকে ক্ষতি করতে পারে। সবার কাছেই তুমি তোমার গোপন বিষয়াদি বলবে না। তোমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার সাথে পরামর্শ করবে না, বরং যারা তোমার রবকে ভয় করে তাদের সঙ্গে তোমার যেকোনো বিষয় পরামর্শ করতে পারো। এতে কোনো সমস্যা নেই।' [*হিলয়িয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৫]

এবং মূর্খদের প্রতিবেশী হয়ো না। (কারণ, মুমিনকে কষ্ট দিলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আর মূর্খ—যাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান নেই—তাদের প্রতিবেশী হলে; হতে পারে তারা তোমাকে কষ্ট দেবে।)'[২০]

দুটি নাসিহা

[২৩] শাবি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবনু সুহান ইবনু যাইদকে বললেন, 'আমি তোমার চেয়েও তোমার আব্বুকে অনেক ভালোবাসি। আর আমার সন্তানের চেয়েও তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তাই তোমাকে আমি দুটি কথা বলি, এগুলো তুমি সংরক্ষণ করে রাখবে। ১. তুমি পাপী/খারাপ লোকদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে। কারণ, পাপাচার ব্যক্তি তোমার কোমল আচরণ দেখে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পাপ ছেড়ে দিতে পারে। ২. মুমিনদের সঙ্গে আন্তরিকতার আচরণ করবে। কারণ, মুমিনের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ এবং আন্তরিকতা তোমার দায়িত্ব। এতে তোমার দ্বীন উঁচু হবে।'[২১]

যেমন ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

[২৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো ব্যক্তিগত কোনো কারণে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। তবে যদি কেউ আল্লাহর কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে (তাহলে ভিন্ন কথা)। যখন আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা হতো, তখন তাঁর চেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত আর কেউ হতো না। (তখন তিনি অনেক রাগ হতেন।) তাঁকে যখন দুটি বিষয়ের মাঝে (যেকোনো একটি গ্রহণ করার) ইচ্ছা দেওয়া হতো, তখন তিনি সহজতর বিষয়টি-ই বেছে নিতেন। যদি না তা অন্যায় কোনো কিছু হতো।'[২২]

প্রকৃত মুমিন

[২৫] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু পবিত্র কুরআনুল কারিমের এই—

---

[২০] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১। *যুহদ* ইমাম আহমাদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১১।

[২১] *মুসান্নাফ*, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস: ৬২৭০।

[২২] *আশ শামায়েল*, ইমাম তিরমিজি, ৩৩৪।

অন্য হাদিসে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছাড়া কারও ওপর কোনো দিন আঘাত করেননি। কখনো কোনো খাদেমকে প্রহার করেননি এবং কোনো স্ত্রীকেও প্রহার করেননি।' [*সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৩৩]

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.

আর যখন তারা বেহুদা আমোদ-প্রমোদে গিয়ে পড়ে, তবে তারা ভদ্রভাবে অতিক্রম করে চলে যায়। [সুরা আল ফুরকান: ৭২]

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যখন তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। এটাই হলো একজন প্রকৃত মুমিনের গুণ।'

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'প্রকৃত মুমিনদের সঙ্গে যখন মূর্খরা অসৎ আচরণ করে, কিংবা বেহুদা মন্তব্য অথবা খারাপ ব্যবহার করে, তখন তাদের সঙ্গে তারা কথা বলে না। বরং তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।'[২৩]

[২৭] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'অন্যের বিষয় নিয়ে যে ভাবে, (অর্থাৎ মানুষের কোনো ধন-সম্পদ, মান-সম্মান দেখলে নিজের জন্য তা কীভাবে অর্জন করবে সেটা ভাবতে থাকে।) তার চিন্তা আদৌ দূর হয় না। সে এই দুনিয়াতে সবসময় একটা হতাশার মধ্যে থাকে। তার হতাশা কখনো দূর হয় না।[২৪]

[২৮] রাবিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আলি ইবনু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সহচরদেরকে খুতবায় বলেন,

"বন্ধুরা আমার, তোমরা মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। তাদের সঙ্গে চলবে, উঠাবসা করবে। তবে তোমরা সব মানুষের আদর্শে আদর্শিত হবে না। নেক এবং সৎ মানুষের সঙ্গে বেশি করবে। অসৎ সহচর থেকে দূরে থাকবে। কারণ, এই দুনিয়াতে যার সঙ্গে যার মুহাব্বত—ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা থাকবে—আখিরাতে মহান রব তাকে তার সঙ্গে উঠাবেন। তাই বুঝে-শুনে সঙ্গী নির্বাচন করবে"।'[২৫]

প্রকৃত আলিম হতে হলে এই গুণ থাকতে হবে

[২৯] উবাইদুল্লাহ ইবনু উমর রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আবি হাযেম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকলে তুমি প্রকৃত আলিম হতে পারবে।

১. সকলকে তুমি তোমার চেয়ে বড় মনে করবে।

২. কাউকে তুচ্ছ মনে করবে না।

---

[২৩] *আদ দুররুল মানসুর*, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৪৮।
[২৪] *শুআবুল ঈমান*, ৮৩৩৭।
[২৫] *আয যুহদ*, ইমাম বাইহাকি, হাদিস: ১০৯।

৩. ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করার চিন্তা করবে না।'[২৬]

তুমি মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করবে

[৩০] আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল ওয়ারদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এক ব্যক্তি ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহুর নিকট এসে বলল, "আমার খুব ইচ্ছে হয়, আমি লোকদের থেকে আলাদা হয়ে যাই। তাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাই। লোকদের সঙ্গে চলাফেরা আমার ভালো লাগছে না। অদূরে কোথাও গিয়ে আমার ইবাদত-বন্দেগি করতে মন চায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?"

জবাবে ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহু বললেন, 'না। তুমি এ কাজ করবে না। বরং তুমি লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা তোমার জন্য আবশ্যক। কারণ, তোমার কাছে তাদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে, আবার তাদের কাছেও তোমার অনেক প্রয়োজন রয়েছে। তবে হ্যাঁ, তুমি তাদের মাঝে শ্রবণকারী বধির, দৃষ্টিসম্পন্ন অন্ধ, বলনেওয়ালা চুপকারী হয়ে বসবাস করবে। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে উঠাবসা করবে ঠিকই, কিন্তু সবকিছু কম করে করার চেষ্টা করবে।'[২৭]

[২৬] *হিলয়িয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৪৪।
[২৭] *হিলয়িয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৮৪।

আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসো প্রাণ খুলে

মানুষকে ভালোবাসা

[৩১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনয়নের পর জ্ঞানের প্রধান অংশ হলো, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা।'[২৮]

নিজের জন্য যা ভালোবাসবে মানুষের জন্যও তা-ই ভালোবাসবে

[৩২] ইয়াযিদ ইবনু আসাদ আল কুসরি আল বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَا يَزِيدُ بْنَ أَسَدٍ، أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

> হে ইয়াযিদ ইবনু আসাদ, তোমার নিজের জন্য যা তুমি ভালোবাসো মানুষের জন্যও তুমি তা-ই ভালোবাসবে।[২৯]

---

[২৮] শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ, হাদিস :৯০৫৫। সনদ: যইফ।
[২৯] শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকি, হাদিস নং ১১১২৯। সনদ: হাসান।